কালের কণ্ঠ

তারিখ: ...১৭ জানু. 2016... পৃষ্ঠা: ...১৯... কলাম: ...৬...

বেতন না পেয়ে শিক্ষকের কটূক্তি, ছাত্রীর আত্মহনন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা) ▷

মা পোশাককর্মী। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নপ্রায়। কষ্টেসৃষ্টে দুই বেলা আহার জোটে। স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা করে অভাব ঘুচাবে। কিন্তু সেই সোনালি স্বপ্ন নীল হয়ে গেছে।

বিদ্যালয়ের বেতন দিতে না পারায় শিক্ষকরা পরীক্ষা দিতে দেননি। বিদ্যালয় থেকে কটূক্তি করে বের করে দিয়েছেন। বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে পেয়েছে বকুনি। এত অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে সোনালী আক্তার সোনিয়া (১৬)। সাভারের বনপুকুরের চাইল্ড হেভেন স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে। গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সাভার পৌর এলাকার আড়াপাড়া মহল্লায় মৃত খালেক চেয়ারম্যানের ভাড়া বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

সাভার

সোনিয়া ঠাকুরগাঁও সদর থানার হরিপুর-দুতরাবাড়ি এলাকার আকর আলীর মেয়ে। তার মা ফুলতারা ওই বাড়িতে ভাড়ায় বাস করেন। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই বলে পুলিশ জানায়।

মা ফুলতারা বলেন, 'গতকাল সোনিয়ার মডেল টেস্ট ছিল। বকেয়া বেতনের টাকা দিতে না পারায় পরীক্ষা দিতে দেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিক্ষকরা বকা দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেয়। পরে সে বাসায় এসে আমার কাছে বেতনের টাকা চায়। আমিও টাকা দিতে পারিনি। এরপর মেয়েকে বাসায় রেখে বাজারে যাই। বাজার থেকে ফিরে এসে দেখি মেয়ে ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে আছে।' পরে প্রতিবেশীরা ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ দেখে সাভার মডেল থানা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। সাভার মডেল থানার ওসি এস এম কামরুজ্জামান বলেন, 'বেতন না দিতে পারলে সব স্কুলই চাপ দেয়। শুধু স্কুলের চাপের কারণে মেয়েটি আত্মহত্যা করেনি। তার মাও বকাঝকা করেন। স্কুলের চাপ এবং মায়ের বকা সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।'

এদিকে বেসরকারি (এমপিওবিহীন) চাইল্ড হেভেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মো. কাবুল মিয়া ঘটনার পর থেকে প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে পালিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে পাওয়া যায়নি। তাঁকে মোবাইল ফোনে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।